৬। সাধু সুন্দর সিং চার্চ, বোড়িয়া ১০ নং

১৯৭৮ খৃ: থেকে ১৯৮৮ খৃ: পর্যন্ত এই চার্চ মাটির ছিল। তখন সদস্য সংখ্যা ছিল ৭০-৮০ জন এবং সাধারণ উপাসনা চালাবার দায়িত্ব ছিল শ্রী তনুনাথ নস্করের উপর। ১৯৯৯ খৃ: ডায়োসিসি এর সাহায্যে পাকা ঘর তৈরী হয় এবং তখন সদস্য সংখ্যা ছিল ১২৫ জন এবং সাধারণ উপাসনার দায়িত্বভার নেন সনৎ নস্কর। এরপর ২০১৭ খৃ: নতুন গীর্জাঘর নির্মাণ হয় শ্রী অরিজিৎ হালদার মহাশয়ের ও ডায়োসিসের অর্থ সাহায্যে। সাধারণ উপাসনার ভার থাকে শ্রী অমুল্য নস্কর, শ্রী সমরঞ্জন নস্কর ও শ্রী স্বপন নস্করের উপর।

৭। সেন্ট পিটার্স চার্চ, জেলিয়াখালি

জেলিয়াখালির সেন্ট পিটার্স মন্ডলীর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬৬ খৃ:। তৎকালীন চার্চটি সম্পূর্ণ মাটির নির্মাণ করা হয়েছিল। সেই সময় বিশেষ কয়েকজন সহৃদয় খৃষ্ট ভক্ত খুবই উল্লেখযোগ্য ছিলেন। তাঁরা হলেন – পিয়াস মন্ডল, লিও মন্ডল, কালো মন্ডল, নিকোলাস বৈদ্য। কয়েকবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে গীর্জাঘরটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এরফলে বেশ কয়েকবার ছাউনিহীন গীর্জার মধ্যেও মন্ডলীর ভক্তগণ ঈশ্বরের উপাসনা করতে থাকে। মন্ডলীর সকলের একই প্রার্থনা, যাতে নতুন গীর্জাঘর স্থাপন করা হয়। ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন। ২০০৯ খৃ: খৃষ্টভক্ত অসীম বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে নতুন গীর্জাঘর নির্মাণ করা হয়।

ইম্মানুয়েল চার্চ, ফুলবাড়ি

সাধু সুন্দর সিং চার্চ, বোড়িয়া ১০ নং

Send in your contributory articles along with photographs to:
Tell It Out
Bishop's Lodge, 86 Middle Road, Barrackpore, Kolkata-700120, West Bengal, India
Office Phone No- +913325920147; Email: tellitout@rediffmail.com
+917501556971
Website: dioceseofbarrackpore.org.in
The Editor reserves the right to edit contributory articles.
Published by: The Rt. Revd. Subrata Chakrabarty, Bishop, Diocese of Barrackpore, Church of North India
Edited by: Mr. Johnson Sandip of the Diocese of Barrackpore, CNI
Printer : William Carey Press, Barrackpore

Tell It Out

The Monthly Newsletter of the Diocese of Barrackpore, CNI

Volume 51 | For private circulation only | Estd.1951 | January 2025

বিশপের পত্র || নতুন বছর আমাদের জীবন সাক্ষ্যময় হোক||

সকলকে নমস্কার জয় যীশু

বারাকপুর ডায়োসিসের প্রিয় সভ্য-সভ্যাগণ পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়ম পুস্তকের যিশাইয় ৪৩ অধ্যায় ১০ পদে লেখা আছে – "সদাপ্রভু কহেন তোমরাই আমার সাক্ষী এবং আমার মনোনীত দাস; যেন তোমরা জানিতে ও আমাতে বিশ্বাস করিতে পার, এবং বুঝিতে পার যে, আমিই তিনি; আমার পূর্বে কোন ঈশ্বর নির্মিত হয় নাই এবং আমার পরেও হইবে না"।। পিতা ঈশ্বর আমাদের জন্য যে বাণী দিয়েছেন তা যদি বার বার আমরা পড়ি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে আমরা কে ? আমরা কারা এবং একজন খৃষ্ট বিশ্বাসী হিসাবে আমরা আমাদের জাগতিক জীবনে পিতা ঈশ্বরের জন্য কি করতে পারি। প্রথমত : পিতা ঈশ্বর আমাদের সকল খৃষ্ট বিশ্বাসীদের মহা সম্মানে সম্মানিত করেছেন,তা হচ্ছে আমরা তাঁর সাক্ষী এবং আমরা তার অত্যন্ত কাছের ও ভালোবাসার তাই আমরা মনোনীত অতএব আপনি আপনার জাগতিক জীবনের যে কোন সংকট রোগ-ব্যাধি-দুর্ঘটনা, পারিবারিক, আর্থিক সমস্যা দেখে শঙ্কিত না হয়ে বিশ্বাস করে পিতা প্রভুর কাছে ছুটে আসুন ও নিজেদের সমর্পণ করুন। আর এই সকল সমস্যা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য অন্যান্য দেবদেবী, ওঝা, ভুতুড়িয়া তান্ত্রিকদের কাছে না গিয়ে তাদের দেওয়া তাবিজ, মাদুলি, জলপড়া, তেলপড়া এসব ব্যবহার না করে দুটি মাত্র খৃষ্টীয় ওষুধ ব্যবহার করুন তা হচ্ছে – বিশ্বাস এবং প্রার্থনা। সংকট কাটিয়ে উঠে একজন প্রকৃত খৃষ্ট বিশ্বাসীরূপে পিতা ঈশ্বরের প্রকৃত সাক্ষী হয়ে উঠুন। খৃষ্টীয় নীতি আদর্শময় জীবনযাত্রার মাধ্যমে প্রভুর কথা সারাটি বছর প্রতিবেশীদের কাছে তুলে ধরুন এবং বলুন যে প্রভু যীশু খৃষ্টই একমাত্র ত্রাণকর্তা তিনিই পারেন সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। দ্বিতীয়ত : খৃষ্টেতে প্রিয় ভাইবোনেরা প্রভু যীশু হচ্ছেন একমাত্র পথ, সত্য ও জীবন তাই প্রিয় যীশুবাবাকে ভুলে না গিয়ে দিন প্রতিদিন ধরে রাখুন তাহলেই আপনি অনুভব করতে পারবেন আমাদের ঈশ্বর একমাত্র ঈশ্বর যিনি জীবন্ত সদাপ্রভু ঈশ্বর। তিনি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই। আপনাদের মঙ্গল হোক। যীশুবাবা আপনাকে ও আপনার পরিবারের সকলকে সুস্থ, সুন্দর ও ভালো রাখুন।

আপনাদের সেবক
বিশপ সুব্রত চক্রবর্ত্তী
বারাকপুর ডায়োসিস
চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া

সম্পাদকীয় || ডায়োসিসের উন্নয়নে সহযাত্রী হন ||

মাননীয় ডায়োসিসের সভ্য-সভ্যাগণ,

প্রভু যীশু খৃষ্টের নামে আপনাদের শুভেচ্ছা নমষ্কার সন্মান ও প্রনাম জানাই। ডায়োসিসের জীবনে আমরা সকলে সহযাত্রী। আসুন ডায়োসিসের উন্নয়ণে আমরা সকলে ভেদাভেদ দ্বন্দ্ব ভুলে নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করি ও তাকে সফল করতে এগিয়ে আসি। আপনাদের সুপরামর্শ সহযোগীতা সাহায্য একান্তভাবে প্রার্থনা করি। আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া ডায়োসিসের সকল প্রকার উন্নয়ণ সম্ভব নয়। সারাটি বছর আপনাদের জীবনে সুখ-শান্তি-সুসাস্থ্য সমৃদ্ধপূর্ণ হোক এই কামনা করি। আপনাদের মঙ্গল হোক।

খৃষ্টীয় শুভেচ্ছান্তে
সুকল্যাণ হালদার
সম্পাদক, বারাকপুর ডায়োসিসান কাউন্সিল

কৃষ্ণনগর সেন্ট জন’স চার্চে নতুন বছরের উপাসনা

মাননীয় বিশপ গত ১লা জানুয়ারী নতুন বছরের উপাসনা নেন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর সেন্ট জন’স চার্চে সকাল ৮.৩০ মিনিটে। তিনি নাম ও নামের সাথে কর্মের বিষয় তুলে ধরেন। মাননীয় বিশপকে সম্বোর্ধনা জানানো হয় চার্চের পক্ষে। মাননীয় বিশপ প্রাসঙ্গিক উপদেশ দিয়ে উপস্থিত ভক্তবৃন্দদের আত্মিকভাবে উজ্জীবিত করেন এবং প্রভুর ভোজ পরিচালনা সম্পাদনা করেন।

গোসাবা মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠান

গত ২ তারিখে মাননীয় বিশপ গোসাবা পাস্টোরেটে অনুষ্ঠিত বড়দিনের মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন ও সেন্ট স্টিফেন’স স্কুলের দ্বার উৎঘাটন করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডায়োসিসের ভাইস প্রেসিডেন্ট রেভারেন্ড ড. সুরজিৎ সরকার, সম্পাদক সুকল্যাণ হালদার, GBFB-র সম্পাদক মঞ্জুর হালদার। মেলার পক্ষ থেকে মাননীয় বিশপকে সম্মানিত করা হয়।

গোসাবা সেন্ট স্টিফেন’স স্কুলের উদ্বোধন হলো

মাননীয় বিশপ ও ডি এস সুকল্যাণ হালদারের নতুন শিক্ষানীতির ফলে ডায়োসিসের সর্বত্র আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটছে অতি দ্রুত। গত ২ তারিখে মাননীয় বিশপ সহ অফিস বিয়ারার্স নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে গোসাবা পাস্টোরেটের গোসাবাতে সেন্ট স্টিফেন’স স্কুল (ইংরাজী মাধ্যম) এর উদ্বোধন করা হয়।

নিউ মিশন ফিল্ড ভিজিট

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর নতুন মিশন ফিল্ড তৈরীর ধারণায় কলকাতা ডায়োসিস প্রভাবিত হয়েছে তাই গত ৩ তারিখে মাননীয় বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং-এর আমন্ত্রণে ঐ ডায়োসিসের একটি নতুন মিশন ফিল্ড ভিজিট করতে যান আরামবাগে ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

হস্তার্পন দমদম পাস্টোরেটে

গত ৫ তারিখে রবিবার সকাল ৮ টার সময় দমদম পাস্টোরেটের সেন্ট স্টিফেন’স চার্চে হস্তার্পন অনুষ্ঠিত হয়। বারাকপুর ডায়োসিসের মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী মহাশয় প্রভুর ভোজ সম্পাদনা করেন। এই উপাসনায় তিনি হস্তার্পিত করেন। হস্তার্পিত প্রার্থিদের উদ্দেশ্যে মাননীয় বিশপ আহ্বান জানান যাতে আগামী দিনে তারা ডায়োসিসের পূর্ণ সভ্য-সভ্যারূপে এগিয়ে আসেন ডায়োসিসের সার্বিক উন্নয়নে।

নিউ ইয়ার সেশনের জন্য উপাসনা

মাননীয় বিশপ ডায়োসিসের পরিচালনাধীন স্কুলগুলির নতুন শিক্ষাবর্ষ যেন নির্বিঘ্নে সাফল্যের সাথে এগিয়ে যেতে পারে পিতা ঈশ্বরের আশীর্বাদে ও পবিত্র আত্মার পরিচালনার মাধ্যমে সেইজন্য গত ৬ তারিখে মাননীয় বিশপ পরপর সকাল ৮.৩০ মিনিটে সেন্ট স্টিফেন’স স্কুল বারুইপুরে পবিত্র উপাসনা পরিচালনা করেন, সকাল ১০ টার সময় সেন্ট স্টিফেন’স সোনারপুর এবং দুপুর ১ টার সময় সেন্ট স্টিফেন্স স্কুল কেওড়াপুকুরে উপাসনা পরিচালনা করেন এবং আত্মিক ও উদ্দীপনামূলক উপদেশ দেন।

৩। সেন্ট বার্নাবাস চার্চ, দেউলি ১ নম্বর

সুন্দরবনের একটি ছোট গীর্জাঘর, দেউলি ১ নং সেন্ট বার্নাবাস চার্চ। মন্ডলী ছোট হলেও ঈশ্বরের বিশ্বাসীদের হৃদয় বড়। গীর্জাঘরটি মিশনারীরা স্থাপন করেছিল। প্রথমে মন্ডলীটি রোমান ক্যাথলিক মন্ডলীর অধীনে ছিল। পরে কিছু কারণের জন্য সমস্ত বিশ্বাসীরা স্বর্গীয় রেভারেন্ড সারোদা প্রসাদ নাড়ু ও রেভারেন্ড সনৎ পাল মহাশয়ের সময় থেকে চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়ার বারাকপুর ডায়োসিসের অন্তর্ভুক্ত হয়। গীর্জাঘরটি অতীতে মাটির প্রাচীর ও টিনের ছাউনি দিয়ে নির্মিত ছিল। পরে ২০০০ খৃ: বিদেশীদের কিছু দানে ও মন্ডলীর সভ্য-সভ্যাদের দানে ছোট ইটের গীর্জাঘরটি নির্মাণ হয়। কিন্তু সুন্দরবনের বিশাল এলাকা জুড়ে আয়লা ঝড়ের সময় গীর্জাঘরটি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মন্ডলীর সভ্য-সভ্যাদের প্রচেষ্টায় গীর্জাঘরটি রিপেয়ারিং করা হয়েছে।

৪। সাধু সুন্দর সিং চার্চ, দেউলি ২ নম্বর

১৯৭৮ খৃ: এর পূর্বে দেউলি ১ নং এবং ২ নং চার্চ একসাথে দেউলি ১ নং চার্চ রূপে ছিল। পরিবারগুলির দূরত্বের কারণে ১৯৭৯ সালে রেভারেন্ড সনৎ পাল মহাশয়ের প্রচেষ্টায় দেউলি ২ নং চার্চ রূপে স্বর্গীয় মিহির মন্ডলের দেওয়া ৪ শতক জায়গার উপর মাটির চার্চ তৈরী হয়। কিন্ত কয়েক বৎসরের মধ্যে চার্চটি ভগ্ন হতে থাকে ফলে রেভারেন্ড সনৎ পাল এবং মাননীয় বিশপ মালাকার ও রেভারেন্ড দিলীপ দাস মহাশয়ের উদ্যোগে ২০০১ খৃ: ১৭ই নভেম্বর স্বর্গীয় শামিয়েল মন্ডলের ৩৩ শতক জায়গার ওপর ইটের গাঁথনী ও এসব্যাসটস- এর ছাউনি দিয়ে দেউলি ২ নং সাধু সুন্দর সিং চার্চটি তৈরী হয়। বর্তমানে এই চার্চের পূর্ণ সভ্য ও সাধারণ সভ্য মিলে মোট ১০২ জন সদস্য আছে। নিয়মিত প্রতি রবিবার উপাসনা হয়।

৫। ইমানূয়েল চার্চ, ফুলবাড়ী

ফুলবাড়ী মন্ডলীকে ওই অঞ্চলের প্রাচীন মন্ডলী বলা যেতে পারে এবং সেই সময় মাটির গীর্জাঘরে উপাসনা হত। দীর্ঘ দিনের প্রার্থনার ফলস্বরূপ ১৯৮৭ খৃ: গীর্জার পাকা দেওয়াল ও মেঝে তৈরী হয় এবং ডায়োসিস অর্থ সাহায্য করে এই কাজে। প্রতি বৎসর এই গীর্জাঘর নোনা আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করে এবং এবং প্রায় প্রত্যেক বৎসর রিপেয়ারিং করতে হয়। স্থানীয় মান্ডলীক সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেয় যে পুরো গীর্জাঘর ভেঙে ফেলে আবার নতুন গীর্জাঘর তৈরী করবে। সেই মতো তারা কাজে নেমে পড়েন এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করে নতুন গীর্জাঘর নির্মাণ করেন। সদস্য সংখ্যা তখন অনেক কম ছিল।

সাধু সুন্দর সিং চার্চ, দেউলী ২ নং

সেন্ট, পিটার্স চার্চ, জেলিয়াখালি

সেন্ট, বার্ণবা’স চার্চ, দেউলী ১ নং

এনুয়াল স্পোর্টস মিট, SSS হাবড়া

হাবড়া সেন্ট স্টিফেন'স স্কুলের জীবনে গত ২৮ তারিখ ছিল একটি স্মরণীয় মুহূর্ত কারণ ঐদিন স্কুলের এনুয়াল স্পোর্টস মিট ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্কুল কম্পাউন্ডের মাঠে। মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর প্রার্থনা ও আশীর্বাদের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক মশাল প্রজ্বলনের দ্বারা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা হয় এবং তিনি পতাকা উত্তোলন করে অত্যন্ত উৎসাহমূলক বক্তব্য রাখেন যাতে প্রতিযোগিরা অত্যন্ত উৎসাহিত হন। স্কুলের প্রিন্সিপাল হীরক মন্ডলের সুব্যবস্থাপনায় সার্বিক সাফল্যমন্ডিত হয় এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

২৪।। আমাদের কুমড়োখালি পাস্টোরেটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ।। জনসন সন্দীপ

কুমড়োখালি পাস্টোরেটের সাতটি মন্ডলী পূর্বে ক্যানিং পাস্টোরেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৯৫ খৃ: কুমড়োখালি পাস্টোরেট তেরী হয়।

১। সেন্ট জন'স চার্চ, কুমড়োখালি

১৯৬৫ খৃ: মাটির দেওয়ালে টিনের ছাউনিতে প্রথম গীর্জাঘর স্থাপন হয়। পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৩০ জন। এই মন্ডলী সবসময় সংঘবদ্ধ। মন্ডলীর যে কোনো কাজে একে অপরকে সাহায্য করে। মহিলা সমিতি এবং বিভিন্ন উপাসনায় ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য ভালোবাসার মধ্য দিয়ে মন্ডলীর ভক্তজনেরা সবসময় পাশে এসে দাঁড়ায়। ১৯৮০ খৃ: মন্ডলীর পাকা দেওয়ালের কাজ শেষ হয়। ১৯৮৫ খৃ: গীর্জাঘরের মেঝে ও সামনের বসার বারান্দা তৈরী হয়। বছরের পর বছর মন্ডলীর বিশ্বাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক বছরই মন্ডলী রং করা হয়।

২। সেন্ট তিমোথি চার্চ, চুঁচুড়া

আনুমানিক ১৯৩৭ খৃ: চার্চ প্রতিষ্ঠা হয়। তখন ব্রিটিশ শাসন ছিল। প্রাণনাথ সর্দার এবং বিনোদ দাস এই দুটি পরিবার মিলে সম্পূর্ণ নিজেদের খরচে মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনি দিয়ে গীর্জাঘর নির্মাণ করেছিল। সেই সময় গোসাবা থেকে আগত সুদর্শন বাবু মন্ডলী পরিচালনা করতেন। ১৯৬০ খৃ: পাদরীবাবু মাসে একবার করে চার্চ নিতে আসতেন। এই ভাবে অনেক পুরোহিত সেবা দিয়েছেন তারা হলেন – রেভারেন্ড হেরোদ নস্কর, রেভারেন্ড সারদা প্রসাদ নাড়ু, রেভারেন্ড সনৎ পাল, রেভারেন্ড নীলমণি মন্ডল, রেভারেন্ড সমর সরকার, রেভারেন্ড ব্রজেন মালাকার, রেভারেন্ড বিমান মন্ডল, রেভারেন্ড সুব্রত চক্রবর্তী, রেভারেন্ড হনোক মন্ডল, রেভারেন্ড দিলীপ দাস, রেভারেন্ড জয়ন্ত মন্ডল, রেভারেন্ড অমৃতলাল নাথ, রেভারেন্ড সুব্রত মল্লিক। ২০১৬ খৃ: নতুন চার্চ নির্মাণ করা হয়।

সেন্ট, জন'স চার্চ, কুমড়োখালি

সেন্ট, তিমোথী'স চার্চ, চুঁচুড়া

চোরাডাকাতিয়াতে নতুন চার্চ বিল্ডিং

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ও ডি এস সুকল্যাণ হালদারের পরিচালনায় ডায়োসিসের চারিদিকে প্রতিটা স্তরে সার্বিক উন্নয়ন চলছে। বাসন্তী পাস্টোরেটের অন্তর্গত চোরাডাকাতিয়া এপিফানি চার্চ ১৯৫৩ খৃ: ৬ই জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই মন্ডলীর সভ্য-সভ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে ও উপাসনাগৃহের জীর্ণদশার অবসানে স্থানীয় সভ্যদের আবেদনে স্থানীয় ও ডায়োসিস (বেশিরভাগ) যৌথ অনুদান ব্যায়ে তৃতীয়বার পুরাতন চার্চ সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দিয়ে নব কলেবরে সুসজ্জিত প্রাচীরসহ সামগ্রিক নির্মাণকার্য শেষ হবার পর গত ৭ তারিখে নতুন গীর্জাঘরটি উৎসর্গ করেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ও কলকাতা ডায়োসিসের মাননিয় বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং এবং ডি এস সুকল্যাণ হালদার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বেঙ্গল ক্রীশ্চান কাউন্সিলের মিটিং- এ বিশপ

গত ৮ তারিখে মাননীয় বিশপ বেঙ্গল ক্রীশ্চান কাউন্সিলের মিটিং এ যোগ দেন। এই মিটিং হয়েছিল কলকাতা ডায়োসিসের বিশপ হাউসে। আগামী দিনে যে পিস র‍্যালি হবে সেই বিষয়সহ বাংলার ক্রীশ্চান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সহ অন্যান্য বিষয়ে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক নীতি এবং কার্যক্রম সহ আলোচনায় মাননীয় বিশপ মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দেন।

বিষ্ণুপুর শিক্ষাসংঘের এম সি মিটিং- এ বিশপ

গত ৯ তারিখে মাননীয় বিশপ বিষ্ণুপুর শিক্ষাসংঘ স্কুলের এম. সি. মিটিং এ যোগ দেন এবং তিনি স্কুলের উন্নয়নে বিদ্যালয়ের ১০০ বছর পূর্তির জন্য আলোচনা ও প্রাসঙ্গিক মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দেন।

এস. এস. এস বজবজে রিট্রিট অনুষ্ঠিত হলো

গত ১০ তারিখে মাননীয় বিশপের উদ্যোগে এবং এস. এস. এস বজবজের পরিচালনায় সকাল ১০ টার সময় রিট্রিট অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় বিশপ গান প্রার্থনা উপদেশের মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে আত্মিকভাবে উদ্দীপিত করেন। স্কুলের পক্ষে মাননীয় বিশপকে সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলির মিটিং

গত ১১ তারিখে মাননীয় বিশপের উদ্যোগে এবং সুপরিকল্পনায় ডায়োসিসের গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলির বিশেষ মিটিং এর আহ্বান জানান। ডায়োসিসের সার্বিক উন্নয়ন এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে আগামী সারাটি বছর এই কমিটিগুলির কার্যক্রম নীতি নির্ধারণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তিনি শোনেন এবং মূল্যবান মতামত দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেন। এই কমিটিগুলি ছিল – DWFCS Meeting at 10 A.M, DYFC EC Meeting at 10.30 A.M, GBFB Meeting at 11 A.M, BDTA Meeting at 11.30 A.M. EC Meeting of BDC at 12 P.M. দুপুরের আহারের পর মিটিং শেষ হয়।

কৃষ্ণনগর কুইন্স স্কুলের এনুয়াল স্পোর্টসে বিশপ

মাননীয় বিশপ ডায়োসিসের স্কুলগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য তিনি সশরীরে উপস্থিত থেকে উৎসাহ দিচ্ছেন তেমনি পর্যবেক্ষণ করছেন যে তাদের উন্নয়ন কোন স্তরে আছে। গত ১৩ তারিখে মাননীয় বিশপ ডায়োসিসের অন্যতম প্রাচীন স্কুল কৃষ্ণনগর কুইন্স গার্লস স্কুলের এনুয়াল স্পোর্টসের উদ্বোধনে যোগ দিয়ে প্রার্থনা করে এবং ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহমূলক উপদেশ দিয়ে উৎসাহিত করেন। স্কুলের পক্ষে মাননীয় বিশপকে সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

বহরমপুরের অধীন জিয়াগঞ্জ চার্চে মহিলা সম্মেলন

মাননীয় বিশপের উদ্যোগে ডায়োসিসের অভ্যন্তরে মহিলা সমিতির মায়েদের জাগতিক ও আত্মিক উন্নয়নের জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট। গত ১৪ তারিখে বহরমপুর পাস্টোরেটের সেন্ট জন'স চার্চের কম্পাউন্ডে অনুষ্ঠিত হলো একদিনের মহিলা সম্মেলন। সকাল ১০ টার সময় শুরু হয় সম্মেলন। গান প্রার্থনা সহ উপদেশ দেন মাননীয় বিশপ এবং DWFCS এর প্রেসিডেন্ট ম্যাডাম ফ্লোরেন্স সুপ্রিয়া চক্রবর্তী। প্রায় ৪০ জন মহিলা প্রতিনিধি যোগ দেন। দুপুরের আহারের পর শেষ হয় সম্মেলন।

মেমোরিয়াল সার্ভিশে বিশপ

গত ১৭ তারিখে মাননীয় বিশপ রাঘবপুর পাস্টোরেটের নূরশিকদারচকে স্বর্গীয়া স্নেহলতা সরদারের ধন্যবাদের স্মৃতি সভায় যোগ দেন এবং গান প্রার্থনা ও উপদেশের মাধ্যমে উপস্থিত ভক্তবৃন্দদের আত্মিকভাবে উদ্দীপিত করেন।

রাঘবপুর পাস্টোরেটে হস্তার্পন

মাননীয় বিশপের সুপরিকল্পনায় ও উৎসাহে ডায়োসিসের অভ্যন্তরে ধর্মীয় সংস্কারের কাজগুলি ধারাবাহিকভাবে চলছে। তার অন্যতম হলো হস্তার্পন সংস্কার অনুষ্ঠান। গত ১৯ তারিখে ৫৯ জন হস্তার্পন প্রার্থিদের মাননীয় বিশপ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে হস্তার্পিত করেন। এরপর বিশপ গাংরাই পাস্টোরেটে শ্রী ধীমাণ প্রামাণিকের মা স্বর্গীয়া রেখা প্রামাণিকের অন্ত্যোষ্টি ক্রিয়ায় যোগদান করেন।

স্মৃতিসভায় যোগ দিলেন বিশপ

গত ২০ তারিখ মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী গাংরাই পাস্টোরেটের শ্রী ধীমান প্রামানিকের মায়ের তিনদিনের স্মৃতিসভায় যোগদান করেন ও আত্মিক উপদেশ দিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শোকমোচন করেন। পারিবারিক ভাবে ও মান্ডলিক ভাবে বিশপ মশাইকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

BCC এর পিস র‍্যালি

গত ২০শে জানুয়ারী বেঙ্গল খৃষ্টীয়ান কাউন্সিলের সভাপতি মাননীয় বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং এর আহ্বানে সেন্ট পল'স ক্যাথিড্রাল থেকে রানী রাসমণি রোড পর্যন্ত পিস র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। বারাকপুর ডায়োসিসের মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ও আহ্বানে ডায়োসিসের প্রায় প্রতিটা পাস্টোরেট থেকে খৃষ্টভক্তগন পিস র‍্যালিতে যোগ দেন। এটা বর্তমান রাজ্য নেতৃত্ব ও চার্চ নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্র নেতৃত্বের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

ক্লার্জি চ্যাপ্টার অনুষ্ঠিত হলো

মাননীয় বিশপের উদ্যোগে বারাকপুর ডায়োসিসের ক্লার্জি চ্যাপ্টার অনুষ্ঠিত হলো ২২শে জানুয়ারী সেন্ট বারথলোমেয় ক্যাথিড্রালে। সকাল ১১ টার সময় গান ও প্রার্থনার মাধ্যমে শুরু হয়। মাননীয় বিশপ মূল্যবান ও উৎসাহব্যঞ্জক প্রভুর বাক্য প্রচার করেন। তিনি ক্লার্জিদের বিভিন্ন মতামত ধৈর্য সহকারে শোনেন ও সুপরামর্শ দেন এবং ক্লার্জিদের কাজের প্রশংসা করেন ও আরো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের জন্য আবেদন করেন। মাননীয় বিশপের বিশপীয় কার্যক্রমের তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কেক কাটেন বিশপ মশাই এবং ক্লার্জিদের পক্ষে শুভেচ্ছা অভিনন্দন সহ বিভিন্ন উপহার তুলে দেওয়া হয়।

গাংরাই পাস্টোরেটের অধীন সেন্ট পিটার্স চার্চ তালপুকুরে তৃতীয় বর্ষ উদযাপনের ধন্যবাদের সভা

গত ২৩শে জানুয়ারী মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী মহাশয়ের তৃতীয় অভিষিক্ত দিবস উপলক্ষে তালপুকুর সাধু পিতরের উপাসনাগৃহে বিশেষ ধন্যবাদের উপাসনার আয়োজন করা হয়েছিল গাংরাই পাস্টোরেট কমিটির পক্ষে। উপস্থিত ছিলেন ডি এস সুকল্যাণ হালদার। বহু ভক্তবৃন্দদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও উপহার তুলে দেওয়া হয় মাননীয় বিশপের হাতে।

রেভারেন্ড জন বরের শুভ বিবাহ

গত ২৫ তারিখে মাননীয় বিশপ সকাল ১০ টার সময় উপস্থিত হন রানাঘাট দয়াবাড়ী পাস্টোরেটের সেন্ট লুক'স চার্চে। এইখানে মাননীয় বিশপ রেভারেন্ড জন বরের শুভ বিবাহে যোগ দেন এবং বিয়ে পড়ান এবং খুব সুন্দর প্রাসঙ্গিক উপদেশ দেন। উপাসনার শেষে মাননীয় বিশপ ফিরে যান।

বারাকপুর পাস্টোরেটের পিকনিক

গত ২৬ তারিখে বারাকপুর পাস্টোরেটের অনুরোধে তাদের শীতকালীন লাভ পিকনিকে যোগ দেন মাননীয় বিশপ এবং তার উপস্থিতিতে পাস্টোরেটের সভ্য-সভ্যাগণ বিশেষ আনন্দ, কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ জানান। মাননীয় বিশপ বিনোদনমূলক ক্রীড়াতে অংশগ্রহণ করেন। দুপুরের আহার গ্রহণ করেন সকলের সাথে।

এনুয়াল স্পোর্টস মিট, SSS কেওড়াপুকুর

গত ৩১ তারিখ কেওড়াপুকুর সেন্ট স্টিফেন'স স্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় বিশপ উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবং মূল্যবান উপদেশ দেন।

৩ বর্ষ খৃষ্টীয় উদ্দীপনা সভা, কাঁচড়াপাড়া

গত ২৮ ও ২৯শে জানুয়ারী ২০২৫, মঙ্গল ও বুধবার কাঁচড়াপাড়া ইম্মানূয়েল চার্চে তৃতীয় বর্ষ খৃষ্টীয় উদ্দীপনা সভা পালিত হলো। মাননীয় বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং ও বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী প্রারম্ভিক প্রার্থনা করেন এবং দুই বিশপ মিলে পতাকা উত্তোলন করে সভার সূচনা করেন। এরপরে নগর কীর্তন হয় এবং মূল সভা মঞ্চে ফিরে এসে সভার মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী খৃষ্টীয় নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। দুই বিশপ সহ উপস্থিত পুরোহিতদের সম্মান সম্বোর্ধনা জানানো হয়। উদ্বোধনী মূল উপদেশ দেন মাননীয় বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং। উপস্থিত ছিলেন পাস্টার বিজয় নাড্ডা ও বিজয় সাউ, ডি এস সুকল্যাণ হালদার, পাস্টার দিলীপ জানা এবং আরো অনেকে। বুধবার সকালে প্রভুর ভোজ উৎসর্গ করেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন ডুয়ার্স ডায়োসিসের বিশপ ডেভিড রায়।

এনুয়াল স্পোর্টস SSS দমদম

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ডায়োসিসের অভ্যন্তরীণ স্কুলগুলির সার্বিক উন্নয়নে সদা তৎপর এবং সশরীরে উপস্থিত থেকে উন্নয়নের বিষয়গুলি দেখে থাকেন। গত ২৭ তারিখে দমদম সেন্ট স্টিফেন'স স্কুলের মাঠে আয়োজিত হয়েছিল ঐ স্কুলের এনুয়াল স্পোর্টস ডে। এই উপলক্ষে চিফ গেস্ট ছিলেন কলকাতা ডায়োসিসের বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং এবং সঙ্গে ছিলেন আমাদের ডায়োসিসের বিশপ। উভয়ে সকাল ১০ টার সময় পতাকা উত্তোলন করেন এরপরে মশাল জ্বেলে স্পোর্টসের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন ডায়োসিসের সেক্রেটারী শ্রী সুকল্যাণ হালদার এবং ডায়োসিসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।